দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15/7/74 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 2 ...

037

# শীগগীরই অন্তর্বর্তী শিক্ষানীতি ঃ জাফর

শীগগীরই একটি অন্তর্বর্তী-কালীন শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ শুক্রবার ঢাকায় একথা জানান।

এনার বিশেষ সংবাদদাতা এন এম হারুনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি শীগগীরই পুনর্গঠন করা হবে।

কাজী জাফর আহমদ গর্বের সাথে ছাত্র রাজনীতিতে বিশেষ করে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকার কথা স্মরণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী পুনর্গঠিত শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটিতে সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব কামনা করেন যাতে করে কমিটির সুপারিশ একটি গণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়নে সহায়ক হয়।

আটত্রিশ বছর বয়স্ক এককালের জঙ্গী ছাত্র নেতা কাজী জাফর গণমুখী শিক্ষানীতি দ্বারা তিনি কি বোঝাতে চান তার ব্যাখ্যা দেন। প্রথমত শিক্ষাকে যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত শিক্ষার ব্যয় যথাসম্ভব কমিয়ে এনে তা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। তৃতীয়ত শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করতে হবে।

কাজী জাফর আহমদ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি পরিমিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে চান। তিনি বলেন ঃ যুগের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমি শুধু সংস্কারের একটি চিহ্ন রেখে যাবার চেষ্টা করব।

পুস্তক মূল্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে প্রথমত মূল্য কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ক্লাসের পাঠ্য পুস্তকের মূল্য বর্তমানে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। দ্বিতীয়ত বয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে জনগণকে নিয়ে দেশব্যাপী একটি আন্দোলন শুরুর পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রাথমিক ছাত্রদের বইয়ের বোঝা কমানোর চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এছাড়া আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক—প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ বিকাশের সাথে প্রাথমিক ছাত্রদের পরিচিত করানোর জন্যে প্রাথমিক পর্যায় থেকে একটি নতুন কোর্স চালু হতে পারে।

মন্ত্রী বলেন, তিনি সকল ধর্মের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারে কোন বাধা দেয়া হবে না।

কাজী জাফর আহমদ বলেন, ধনী গরীব নির্বিশেষে সকলে যাতে একটি অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা পায় তার নিশ্চয়তা বিধানের তিনি চেষ্টা করবেন।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

## জাফর

(১ম পৃঃ পর)

তিনি বলেন যে চাকরির শর্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রুপ বীমা প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু করে তিনি শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করবেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন যে গত অর্থ বছরে শিক্ষা খাতের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অব্যবহৃত রয়ে গেছে। তিনি প্রশাসনকে সঠিক পথে পরিচালনা ও অর্থের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করবেন।

পরিশেষে কাজী জাফর আহমদ বলেন ঃ ব্যক্তিগতভাবে আমি ছাত্রদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনরায় চালু ও সক্রিয় করার পক্ষপাতি।